সংবাদ

তারিখ 5 SEP 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বুয়েটে উপ-উপাচার্য অপসারণ : মামলা প্রত্যাহার

ক্লাসে ফিরতে চান শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের না

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

শুধু উপ-উপাচার্যের অপসারণে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষকরা সন্তুষ্ট হয়ে ক্লাসে ফিরতে চাইলেও পূর্বের অবস্থানে অনড় রয়েছেন শিক্ষার্থীরা। তারা উপাচার্যের অপসারণ ছাড়া ক্লাসে ফিরবেন না। গতকাল দুপুরে বুয়েট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা তাদের এই অবস্থান তুলে ধরেন। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীরা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে বুয়েট ক্যাম্পাসে এসে তাদের দাবিগুলো শোনার অনুরোধ জানিয়েছেন। যাতে মন্ত্রী আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবেগ ও বাস্তবতা অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অন্যদিকে, বুয়েট শিক্ষক সমিতি সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। সমিতির নেতারা আশা করছেন, শীঘ্রই শিক্ষকরা ক্লাসে ফিরবেন।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের লাগাতার আন্দোলনের পর গত সোমবার মধ্যরাতে বুয়েট শিক্ষক সমিতির নেতারা শিক্ষামন্ত্রীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে গিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে বুয়েটের সহ-উপাচার্য হাবিবুর রহমানকে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। একই সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে করা কর্তৃপক্ষের মামলা প্রত্যাহার ও অন্য অভিযোগের বিষয়েও ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, বৈঠকে বুয়েটের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে সহ-উপাচার্যকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মামলাও দ্রুত প্রত্যাহার করা হবে। তিনি বলেন, অন্য অভিযোগগুলোর বিষয়েও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। বুয়েটের আন্দোলনরত শিক্ষকেরা এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আশ্বস্ত হয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, দ্রুত শিক্ষা কার্যক্রমে ফিরে যাবেন তারা। পরে বুয়েট শিক্ষক সমিতির সভাপতি মুজিবুর রহমান বলেন, বৈঠকের সিদ্ধান্তে আমরা আশ্বস্ত

ক্লাসে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ক্লাসে : ফিরতে চান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছি। আশা করছি, দ্রুতই স্বাভাবিক শিক্ষাকার্যক্রম শুরু করতে পারব। তবে শিক্ষাকার্যক্রম শুরুর জন্য কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের বিষয় আছে।

প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এ বৈঠক শেষে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পক্ষে যন্ত্র প্রকৌশল বিভাগের ছাত্র সুদীপ্ত সাহা সাংবাদিকদের বলেন, শিক্ষকরা মন্ত্রীর বক্তব্যে আশ্বস্ত হলেও আমরা আশ্বস্ত হতে পারিনি। আমরা উপাচার্যেরও অপসারণ চাই। এরপর বিস্তারিত জানাতে বেলা সাড়ে ৩টায় বুয়েট মিলনায়তনে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে মিলনায়তন ভর্তি শিক্ষার্থীরা একযোগে বলেন, বর্তমান উপাচার্য স্বপদে বহাল থাকা অবস্থায় তারা ক্লাসে ফিরবেন না। লিখিত বক্তব্যে শিক্ষার্থীদের পক্ষে মেরিনা জাহান (কেমিকৌশল বিভাগ, ৭ ব্যাচ) বলেন, আমাদের এক দফা এক দাবি, ভিসি ও প্রো-ভিসির অপসারণ। আমাদের যারা চরিত্র দায়ে মিথ্যা মামলা দেয়, আমাদের তাজা রক্ত দেখেও যাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র কম্পনের সৃষ্টি হয় না তাদের একজনেরও এই প্রাঙ্গণে (বুয়েট ক্যাম্পাস) অবস্থান আমাদের জন্য নিরাপদ নয় বলে আমরা বিশ্বাস করি। শিক্ষামন্ত্রীকে বুয়েট ক্যাম্পাসে আসার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আমাদের প্রাঙ্গণে এসে আমাদের কথাগুলো শুনবেন এবং আমাদের আবেগ ও বাস্তবতা অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নেবেন। বর্তমান উপাচার্যকে বহাল রেখে শিক্ষক সমিতি যদি ক্লাসে ফিরতে চায় তবে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কি হবে- এমন প্রশ্নে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মুনিরুল আলম বলেন, সমিতির সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হোক আর নেতিবাচক হোক, উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য এ দুজনের পদত্যাগ ছাড়া আমরা ক্লাসে ফিরব না।

এ সময় কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, উনাকে (উপাচার্য) এখানে রাখা হবে এটা আমরা মন থেকে মানতে পারছি না এবং শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাটাও শেষ করতে চাচ্ছি না।

অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বৈঠক শেষে শিক্ষক সমিতি দুপুর ১২টার দিকে জরুরি সাধারণ সভায় বসে। সভা শেষে সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম বলেন, সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের দেয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। মামলা ও উপ-উপাচার্যকে প্রত্যাহার এবং বুয়েটের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেসব অনিয়ম করা হয়েছে সেসব অনিয়মের ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের শর্তে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তিনি আরও বলেন, সভায় আমরা বুয়েটে ক্লাস শুরুর ব্যাপারে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করছি দুই-একদিনের মধ্যেই ক্লাস শুরু হবে।